প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১১ শতাংশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছরের ১,৪৬৫ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬০২ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার গত ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রেখে জুলাই-মার্চ, ২০১৭-এ দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশে। রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৯.৫৪ শতাংশ। রপ্তানি খাতও ইতিবাচক রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ। জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.২৬ শতাংশ, তন্মধ্যে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.২৭ শতাংশ। এ সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫.৯৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে (Current Account) ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও মূলধন ও অর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিক ভারসাম্যে (Overall Balance) উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৪৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ ১৯ এপ্রিল, ২০১৭-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২,৪৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। অধিকন্তু, ২০১৩ সাল থেকে ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানের সুদের হার হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.৪ শতাংশ। সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বৈশ্বিক অর্থনীতি

২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বেড়েছে। বিশেষ করে বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি ফিরে আসায় বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস করেছে। আইএমএফ এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2017-এ ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৮ সালে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে।

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ২.৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০১৮ সালে ২.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থা ফিরে আসা এবং ইনভেন্টরি সমন্বয়, এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত (*Brexit*) সত্বেও ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি দৃঢ় থাকবে মূলতঃ অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সক্ষমতার কারণে। যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালে ১.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ২.০ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে প্রবৃদ্ধির হার ১.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ২০১৭ সালে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ইউরো অঞ্চলের কয়েকটি দেশ যেমন জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশের প্রবৃদ্ধি জোরালো হবে বলে আইএমএফ-এর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির মিশ্র অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সার্বিকভাবে ২০১৬ সালে এ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৪.১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৪.৫ শতাংশে এবং ২০১৮ সালে ৪.৮ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। নীতি সহায়তার কারণে ২০১৬ সালে চীনের প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে ৬.৬ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ৬.২ শতাংশ হতে পারে। মুদ্রার পরিবর্তনজনিত কারণে ভারতের অর্থনীতি ২০১৭ সালে কিছুটা শ্লথ হতে পারে। ব্রাজিলের অর্থনীতি এখনও মন্দার কবলে রয়েছে। জ্বালানি তেল ও পণ্য রপ্তানিকারক দেশসমূহের অর্থনীতি এখনো দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে প্রবৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে।

২০১৫ সালের শেষার্ধে ও ২০১৬ সালের প্রথমে বিনিয়োগ, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও বাণিজ্য খাতে যে দুর্বল অবস্থান ছিল, ২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে তা শক্তিশালী হয়েছে। এসময়ে টেকসই ভোগ্যপণ্য (consumer durable), মূলধনী পণ্য- উভয়েরই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যে উপাদানসমুহ এতে অবদান রেখেছে সেগুলো হলোঃ বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি, চীনের অবকাঠামো ও আবাসন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্যমূল্যের নিম্নগতি অবস্থা থেকে আংশিকভাবে হলেও বেরিয়ে আসা উল্লেখযোগ্য। আইএমএফ-এর প্রাথমিক পণ্য মূল্যসূচক (Primary Commodities Price Index) আগষ্ট, ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি তেল উৎপাদনকারি সংস্থা ওপেকসহ অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহের তেলের উৎপাদন কমানোর উদ্যোগে এ সময়ের মধ্যে জ্বালানি তেলের মূল্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ, ২০১৭ শেষে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি প্রায় ৫০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গত আগষ্ট ২০১৬ থেকে বিশ্বব্যাপি মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উৎপাদন মূল্যসূচক এবং ভোক্তা মূল্যসূচক উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে চীনের উৎপাদন মূল্যসূচক চার বছরে ঋণাত্মক অবস্থান থেকে ফিরে এসেছে, যা কাঁচামালের (raw materials) মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বিশ্বব্যাপী ভোক্তা মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে মূলত জ্বালানি তেল ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে। মূল্যস্ফীতির এ প্রবণতা উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে জোরালো ভূমিকা রাখবে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে ১২ মাসের গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ ২ শতাংশের মত বৃদ্ধি পেয়েছে যা বছরভিত্তিতে ২০১৬ সালে ছিল ০.৮ শতাংশ। একই কারণে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১.১ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০১৫	২০১৬	২০১৭*	২০১৮*
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.৪	৩.১	৩.৫	৩.৬
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	২.১	১.৭	২.০	২.০
যুক্তরাষ্ট্র	২.৬	১.৬	২,৩	২.৫
ইউরো অঞ্চল	২.০	১.৭	১.৭	১.৬
যুক্তরাজ্য	২.২	১.৮	২.০	১.৫
জাপান	১.২	১.০	১.২	০.৬
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.০	৪.১	৪.৫	৪.৮
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৬.৭	৬.৪	৬.৪	৬.৪
চীন	৬.৯	৬.৭	৬.৬	৬.২
ভারত	৭.৯	৬.৮	৭.২	৭.৭

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2017, IMF,* প্রক্ষেপণ

সারণি ১.২ঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলভিত্তিক মূল্যস্ফীতি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০১৫	২০১৬	২০১৭*	২০১৮*
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	০.৩	০.৮	২.০	১.৯
যুক্তরাষ্ট্র	০.১	১.৩	২.৭	২.৪
ইউরো অঞ্চল	০.০	০.২	১.৭	১.৫
যুক্তরাজ্য	০.১	০.৬	২.৫	২.৬
জাপান	০.৫	১.০	১.৯	২.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৭	৪.৪	৪.৭	৪.৪
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	২.৭	২.৯	৩.৩	৩.৩
চীন	১.৪	২.০	২.৪	২.৩
ভারত	৪.৯	৪.৯	৪.৮	৫.১

উৎস: World Economic Outlook, April 2017, IMF,* প্রক্ষেপণ

বিশ্ব অর্থনীতি সম্ভাব্য কতিপয় ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে। উন্নত অর্থনীতির কতিপয় দেশের অর্ন্তমুখী সংরক্ষণ নীতি, যা বিশ্ববাণিজ্য এবং আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশার চেয়ে সুদের হারের দ্রুত বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থাকে কঠিন করে তুলতে পারে। এতে মার্কিন ডলারের উপচিতি (appreciation) ঘটবে, যা

নাজুক অর্থনীতির দেশসমূহের ওপর বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে যা সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.১১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.৪০ শতাংশ, ১০.৫০ শতাংশ ও ৬.৫০ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.৭৯ শতাংশ, ১১.০৯ শতাংশ এবং ৬.২৫ শতাংশ। স্থিরমূল্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৫.৩৫ শতাংশ, ৩১.৫৪ শতাংশ এবং ৫৩.১২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে এ তিনটি বৃহৎ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.৭৯ শতাংশ, ৩২.৪৮ শতাংশ এবং ৫২.৭৩ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে সবগুলো খাত/উপখাতের প্রবৃদ্বির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় বেড়েছে। কৃষি ও বনজ খাতের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ১.৭৯ শতাংশের তুলনায় চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫১ শতাংশে। এর মধ্যে শস্য ও শাকসব্জি উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি ০.৮৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৭২ শতাংশ। প্রাণি সম্পদ ও বনজ সম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য সম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৬.১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮.০০ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৮৪ শতাংশ। ম্যানুফেকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ১১.৬৯ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১০.৯৬ শতাংশে। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ১২.২৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১১.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এ সময়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার ৯.০৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১.৩৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২.৭২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ খাতের মধ্যে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে নির্মাণ খাতের প্রবৃদ্ধি ০.৭৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্তোঁরা; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; রিয়েল এষ্টেট ও ভাড়া ইত্যাদি খাতের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। অন্যদিকে, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসহ কয়েকটি খাতের প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

মাথাপিছু জিডিপি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,৩৮৫ মার্কিন ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৩৮ মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৪৬৫ মার্কিন ডলার, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,৬০২ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপি'র ২৬.০৬ শতাংশ ও ৩০.৩০ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২৪.৯৮ শতাংশ ও ৩০.৭৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে দেশজ সঞ্চয় ১.০৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৪৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.০১ শতাংশে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য বেশি। পক্ষান্তরে, এ সময়ে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৬৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক বিনিয়োগ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৯.৬৫ শতাংশ থেকে প্রায় ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৩০.২৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরু থেকেই মূল্যস্ফীতি হার হ্রাস পেয়েছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭.৩৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৪১ শতাংশ এবং ৫.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যসহ অন্যান্য পণ্যমূল্য হ্রাস পাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরীণ অনুকূল পরিবেশ, স্বল্প বাজেট ঘাটতি এবং সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ প্রভৃতি কারণে মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেয়েছে।

এসময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকে। অনদিকে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাড়তে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৮.৫৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬.৬৮ শতাংশে দাঁড়ায়, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪.৯২ শতাংশে হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, এসময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে ৫.৫৫ শতাংশ, ৫.৯৯ শতাংশ এবং ৭.৪৩ শতাংশ।

সাম্প্রতিক সময়ে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির প্রেক্ষিতে এসব দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা এবং প্রাথমিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের মার্চ, ২০১৭-এ খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ৬.৮৯ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, মার্চ, ২০১৬ -এ হার ছিল ৩.৮৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার মার্চ, ২০১৬-এ ৮.৩৬ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০১৭-এ ৩.১৮ শতাংশে দাঁড়ায়। সার্বিকভাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৭) গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৩৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ৬.০৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রেখে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এসময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২,১৮,৫০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.১৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৮৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৪৬ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৩ শতাংশ) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৩৮ শতাংশ)। অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS ++)* ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,০৯,৩০১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৭০ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,২৮৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৩৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,২৪,৫৯০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.০২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ১৯.৫৪ শতাংশ বেশি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,০৫,৬০৮ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.৪১ শতাংশ বেশি। এসময়ে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ২০.৫৫ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ২১.৪২ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: ১৯.৮৩ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক: ১৯.৮৭ শতাংশ এবং অন্যান্য শুল্ক: ৮.৮৯ শতাংশ। একই সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ ২.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৬৯৩ কোটি টাকায়।

এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্বের মধ্যে প্রায় সব খাতই সমহারে বেড়েছে। যানবাহন কর খাতে রাজস্ব আহরণ হ্রাস পাওয়ায় সার্বিকভাবে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধিতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,১৭,১৭৫ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.২২ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২,০৬,৪৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫৬ শতাংশ) এবং ১,১০,৭০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬৬ শতাংশ)। *iBAS++* এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৩১,৮৫৩ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১,০১,৪৭২ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩০,৩৮১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২১.২৪ শতাংশ ও ৩১.৫৪ শতাংশ।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯৮,৬৭৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ২৮,৭৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৪৭ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬৯,৯০৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ২৩,৯০৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.২২ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৪৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৩৫ শতাংশ) ব্যাংক বহির্ভূত খাত হতে নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহে মুদ্রানীতি প্রণয়নে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান অব্যাহত রাখতে মুদ্রা ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরু থেকে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা বজায় থাকায় চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৬)-এর জন্য অনুসৃত মুদ্রানীতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (৭.২ শতাংশ) অর্জনের সহায়ক মুদ্রার যোগানের লক্ষ্যে মুদ্রা ও আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হয়। মুদ্রানীতির এ ঘোষণাপত্রে ব্যাপক মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ১৪.৮ শতাংশ এবং অর্থবছর শেষে (জুন ২০১৭) ১৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ১৫.৯ শতাংশ এবং অর্থবছর শেষে ১৬.৫ শতাংশ, যার মধ্যে ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ১৬.৬ শতাংশ এবং অর্থবছর শেষে ১৬.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন, ২০১৭) ঘোষিত মুদ্রানীতিতে চলমান অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত পরিস্থিতি এবং বার্ষিক মূল্যস্ফীতিকে ৫.৮ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রা ও ঋণ যোগানের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য প্রণীত মুদ্রানীতিতে অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার যোগান, অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

মুদ্রা পরিস্থিতি

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money) প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেলেও রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস শেষে বছরভিত্তিতে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৮.৭৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.১৪ শতাংশ। একই সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৩.১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.৩৫ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৫.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.২৬ শতাংশ।

এসময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেলেও (১৩.৩৩ শতাংশ থেকে ১৯.৫১ শতাংশ) তলবি আমানতের (demand deposit) প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায় (১৯.৮৯ শতাংশ থেকে ১৭.৮৪ শতাংশ)। অন্যদিকে, মেয়াদি আমানতের (time deposit) প্রবৃদ্ধির হ্রাস সত্বেও (১২.৩৮ শতাংশ থেকে ১২.০০ শতাংশ) সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও নীট

অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বাংলাদেশ বাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের ২৬.২০ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৩০ শতাংশ। অন্যদিকে, এসময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি (-)৩৬৭.৬২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফলে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস শেষে ১৫.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস শেষে ১৮.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪.২২ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৯৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.০০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৮৮ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.১১ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৮.৯৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে হ্রাস পেয়েছিল ৭.২৪ শতাংশ। রাজস্ব আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস (সঞ্চয়পত্র) হতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত অর্থ আহরণের ফলে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

সুদের হার

মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক, জানুয়ারি, ২০১৬-এ নীতি নির্ধারণী সুদের হার, রিপো ও রিভার্স রিপো উভয় হারই ৫০ বেসিস পয়েন্টস হ্রাস করে যথাক্রমে ৪.৭৫ শতাংশ ও ৬.৭৫ শতাংশে নির্ধারণ করে। চলতি অর্থবছরে নীতি নির্ধারণী এ সুদের হার অপরিবর্তীত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, ট্রেজারী বিল (৯১-দিন, ১৮২-দিন ও ৩৬৪-দিন) এর হার জুলাই ২০১৬ এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এ প্রায় ১.৫-২.০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এসময়ে আন্ত:ব্যাংক কল মানির হার ৩.৫-৩.৭ শতাংশের মধ্যে সীমিত রয়েছে।

অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের ভারিত-গড় সুদ হার জুন, ২০১৫ শেষে ১১.৬৭ শতাংশ ছিল, যা জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ১০.৩৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে তা আরো ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, আমানতের ভারিতগড় সুদ হার জুন, ২০১৫ শেষে ৬.৮০ শতাংশ ছিল যা, জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৫.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে আরও ০.৩৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন, ২০১৫ শেষে ঋণ ও আমানতের ভারিতগড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৪.৮৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন, ২০১৬ শেষে ৪.৮৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে আরো কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়।

পুঁজি বাজার

চলতি অর্থবছরে পুঁজি বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। অর্থবছরের শুরুতে মূল্যসূচক হ্রাস হ্রাস পেলেও অক্টোবর, ২০১৬ থেকে সূচকের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যনীয়। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে (৩০ জুন, ২০১৬) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসইর) এর বাজার মূলধনের আকার ছিল ৩,১৮,৫৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৩৮ শতাংশ) যা ১৭.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,৭৩,৯৩০ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৯.১২ শতাংশ)। ডিএসই'র প্রধান মূল্যসূচক জুন, ২০১৬ এর তুলনায় ২৪.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ ৫,৬১২.৭০ পয়েন্ট-এ দাঁড়ায়।

অনদিকে, ৩০ জুন, ২০১৬ এ চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর মোট বাজার মূলধনের আকার ছিল ২,৪৯,৬৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৪১ শতাংশ) যা ২২.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,০৬৪১৪ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৫.৬৬ শতাংশ)। সিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে ২৭.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,৩৭৫.৭২।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪,২৫৭.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয় অপেক্ষা ৯.৭৭ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৭) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫,৯৪৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৭ শতাংশ বেশি। এসময়ে প্রধান দু'টি পণ্য- তৈরি পোশাক (ওভেন) এবং নীটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১০,৭৮৫.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১০,১৪৩.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.১৮ শতাংশ ও ৪.৮৫ শতাংশ। অন্যান্য পণ্যের মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল (৯.৪৪ শতাংশ), চামড়াজাত পণ্য (১২.৩৩ শতাংশ), পাদুকা (১৩.১৩ শতাংশ), কাঁচা পাট (৩৯.৫৯ শতাংশ), পাটজাত পণ্য (১৮.১১ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (১১.০০ শতাংশ) এবং প্রকৌশল দ্রব্য (২৭.৪৪ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে হিমায়িত খাদ্য (১৩.৫৯ শতাংশ), পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (২০.১৯ শতাংশ) এবং চামড়া (৪.৭৯ শতাংশ) রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে।

জুলাই-মার্চ, ২০১৭ সময়ে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬.৬৫ শতাংশ পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ জার্মানি (১৬.৩৪ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১০.১২ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.২৫ শতাংশ)। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নতির পূর্বাভাস করা হয়েছে। এতে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আমদানি

২০১৫-১৬ অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩,০৫০.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৭৭ শতাংশ বেশি। সাময়িক হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,৬৭২.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২৬ শতাংশ বেশি। পণ্যভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে খাদ্যশস্য (চাল ও গম)-এর মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চাল আমদানি হ্রাস পেয়েছে ৬৯.২৬ শতাংশ, অন্যদিকে গম-এর আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৪১ শতাংশ। এ সময়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানি বেড়েছে ২৮.৫৫ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.০৬ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ক্লিংকার (৭.৮০ শতাংশ), অপরিশোধিত তেল (৮.৮৩ শতাংশ), পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য (২৯.০৪ শতাংশ) এবং ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট (১১.৮২ শতাংশ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.২৭ শতাংশ, যা বিনিয়োগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ২.৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৯৩১.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারায় থাকে এবং জুলাই-মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূলত: মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জ্বলানি তেলের মূল্যহ্রাস, তেল সমৃদ্ধ এ দেশসমূহের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে এসব দেশের মজুরির হারও হ্রাস পায়। এছাড়া, মার্কিন ডলারের সাথে ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরো-এর অবচিতিও রেমিট্যান্স পরিমাণ হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ও ব্রাজিলসহ মোট ৫০টি নতুন শ্রম বাজার সম্পর্কে সমীক্ষা সম্পন্নসহ সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সরকার প্রকল্প গ্রহণসহ বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট ৫.৫১ লক্ষ জন বৈদেশিক কর্মস্থানের জন্য বিদেশে যায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ সংখ্যা ২৫.৯৭ শতাংশ বেশি। ফলে

আগামী মাসসমূহে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪,১৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া এবং রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সময়ে সেবা খাতে প্রাপ্তি ২,১৮৯.৭ মিলিয়ন ডলার এবং পরিশোধ করা হয় ৪,৫৫০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রাথমিক আয় (Primary income) হিসাবে প্রাপ্তি ২৪.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরিশোধ করা হয় ১,৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে, বিনিয়োগ আয় বাবদ ৯৮০.৮ মিলিয়ন, সরাসরি বিনিয়োগ হিসেবে ৬১৫.০ মিলিয়ন, বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ২৫২.১ মিলিয়ন এবং পূণঃবিনিয়োগ বাবদ ৪০২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উল্লেখযোগ্য।

একই সময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মাধ্যমিক আয় (Secondary income) হিসাবে রেমিট্যান্স খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৮,৪৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতের উদ্বৃত্ত ছিল ১০,০৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১১৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়কালে মূলধন ও আর্থিক (Capital and Financial Account) খাতে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৩,১০৩ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ১,১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ১৬.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,০৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এছাড়া, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি (এমএলটি) বাবদ ১,৭২৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার মূলধন ও আর্থিক খাতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি থাকলেও লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (Overall Balance) উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২,৫৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছর শেষে (জুন, ২০১৬) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩০,১৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানির মাস হিসেবে বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে ৯.৩ মাসের আমদানি ব্যয় মোটানো যাবে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। অধিকন্তু, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার গড় বিনিময় হারের যথাক্রমে ২.৭৬ শতাংশ ও ০.০৬ শতাংশ উপচিতি ঘটে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ০.৭২ শতাংশ অবচিতি ঘটে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুলাই মাসে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিতগড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৪০ টাকা, মার্চ, ২০১৭ এ বিনিময় হার ০.৬৮ শতাংশ অবচিতি ঘটে দাঁড়িয়েছে ৭৯.৬৯ টাকা।

চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) সময়ে ভারতীয় রুপি, ইউরো এবং ব্রিটিশ পাউন্ডের সাথে টাকার বিনিময় হারের উপচিতি ঘটে যথাক্রমে ২.০৪ শতাংশ, ০.২৮ শতাংশ এবং ১৫.৯০ শতাংশ।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ১০ টি দেশের মুদ্রা নিয়ে নির্মিত প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index-REER) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৩০.৬২ থেকে ৫.৮২ শতাংশ উপচিতি ঘটে ১৩৮.২২ এ উপনীত হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সূচক ১৪৯.৯৯-এ দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ REER সূচকের ৮.৮২ শতাংশ উপচিতি ঘটে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

কর রাজস্ব আহরণ

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রনীত হয়েছে এবং জুলাই ২০১৭ থেকে তা বাস্তবায়ন শুরু হবে।
- মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম, Integrated VAT Administrative System *(iVAS)* চালু করা হয়েছে।
- কাস্টমস বিভাগের Automated System for Customs Data (ASYCUDA) World পদ্ধতির পাশাপাশি National Single Window (NSW) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- World Trade Organisation (WTO**)** এর অন্যতম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ Trade Facilitation Agreement (TFA) স্বাক্ষর করেছে। TFA বাস্তবায়িত হলে ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানিতে ব্যয় ও সময় উভয়ই কমে আসবে। ব্যবস্থাটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমদানি রপ্তানি পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘোষণা দাখিল হতে শুরু করে শুল্ক কর পরিশোধ পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে অন-লাইনে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।
- প্রত্যক্ষ কর আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এনবিআর এর ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। আইনটি জুলাই, ২০১৮ সালে পাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ

- কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্বের হারসমূহের যৌক্তিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে এবং কর প্রদানকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে e–payment কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়েছে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের কর্মকৃতি (Key Performance) মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলমান। বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং মূল্যায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হিসাবায়ন পদ্ধতি (Integrated, Budgeting and Accounting System (*iBAS*)) উন্নত করে *iBAS++* এ রূপান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণীত হয়েছে *iBAS++* ব্যবহার করে।
- আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকারের সকল আর্থিক লেনদেন, বাজেট বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সুষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা এ শ্রেণীবিন্যাস (Coding System) অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।
- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানদন্ডে দেশের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 2015-মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কৌশল, ২০১৬-২০২১ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজীকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যমান পদ্ধতি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সংশোধিত পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- অন লাইন-এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য Digital ECNEC প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অন-লাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

- ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাসেল-৩ এর আলোকে প্রবর্তিত তারল্য পর্যাপ্ততার দু'টি নতুন পরিমাপক Liquidity Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable Funding Ratio (NSFR)-এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী ও সময়োপযোগীকরণের জন্য প্রণীত Comprehensive Risk Management Reporting (CRMR)-এর আলোকে ব্যাংকগুলোর Risk Management মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য Risk Management Guidelines for Banks রিভিউ করার কাজ চলছে।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে Self Assessment of Antifraud Internal Control (SF)-এর আলোকে Fraud/Forgery নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন আইনগত সংশোধন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের পরিবর্তনের আলোকে Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form হালনাগাদকরণপূর্বক জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জারি করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016 প্রণয়ন করা হয়েছে।
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016 প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ সংশোধন করা হয়েছে।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৮-২০২০ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2018-2020) প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির ৩০.৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির ৩১.৯ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৪.৫ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৫.৫ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৯.০ শতাংশ-এ উন্নীত হবে।

এমটিএমএফ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সুসমন্বিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত ঘাটতি দূর করে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নেয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

প্রবৃদ্ধি অর্জনে তিনটি খাত-যথা, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত সমভাবে অবদান রাখবে। তবে জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ

ক্রমান্বেয়ে বৃদ্ধি পাবে। কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শ্রম মজুরি শিল্পখাতের চেয়ে কম হওয়ায় সার্বিকভাবে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়বে।

কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, শস্য বহুমুখীকরণ, রবি মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন ও পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৃষি ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জ্বালানি ও অবকাঠামো ঘাটতি দূরীকরণে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এলএনজি আমদানি প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি নতুন গাসক্ষেত্র সন্ধানেরও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অবকাঠামো ঘাটতির প্রতিবন্ধকতা অপসারণে, সড়ক, রেলপথ এবং সেতুসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার সম্ভাবনাময় বিভিন্ন স্থানে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করবে। জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি সরকারিভাবে এবং অবশিষ্ট ২০টি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। পদ্মাসেতুসহ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী (Transformational Project) বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ প্রকল্পসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এমটিএমএফ-এ আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১৩.০ শতাংশ যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস বেশি। পরবর্তী দুই অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ যথাক্রমে জিডিপি'র ১৩.৫ শতাংশ এবং ১৪.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খাতে বিদ্যমান আইন, পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন, সকল কাস্টমস হাউজকে অটোমেশনের আওতায় আনা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটে সংশোধিত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৬.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা আগামী অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.০ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৯-২০ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ১৯.১ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত ব্যয় জিডিপি'র ৫.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.৯ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থ যোগান দেয়ার ফলে এডিপি ব্যয় বাড়বে। এডিপি বরাদ্দ পরবর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.১ শতাংশে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

সার্বিকভাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ থাকবে। পরবর্তী বছরসমূহেও বাজেট ঘাটতি ৫.০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ১.৫ শতাংশ নির্বাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ জিডিপি'র ১.২ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ২.৪ শতাংশ নির্বাহ করা হবে, যা মূলত সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত। ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যাংক থেকে জিডিপি'র ১.২ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে জিডিপি'র ১.৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী দুই অর্থবছরে ব্যাংক বহির্ভূত খাত অর্থায়ন যথাক্রমে জিডিপি'র ১.১ শতাংশ ০.৯ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি'র ২.৭ থেকে ৩.৪ শতাংশের মধ্যে এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি'র ১.৫ হতে ২.৫ শতাংশের মধ্যে

রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার তুলনামূলভাবে বেশি হওয়ায় এ খাত থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঘাটতি অর্থায়নের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে সুদের হার যৌক্তিকীকরণসহ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ফলে এমটিএমএফ-এ অর্থায়নের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঘাটতি অর্থায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরবর্তী তিন অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির ৫.৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং এবং পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় রেখে এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৫-১৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে এমটিএমএফ-এ পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৬.৫ শতাংশে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের এরূপ গতিধারা বজায় রেখে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রত্যাশা করা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধিও ঋণাত্মক। চলতি অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৫.০ শতাংশ সংকুচিত হবে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ৫.০ শতাংশ ও পরবর্তী দুই অর্থবছরে ১১.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হয়েছে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স খাত দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা (domestic demand) রয়েছে। ফলে স্বল্পমেয়াদে এ দুটি সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা থাকলেও অভ্যন্তরীণ চাহিদা থাকায় অর্থনীতির গতি ব্যাহত হবে না মর্মে আশা করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অঞ্চলে সম্ভাব্য নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের আমদানির ৭০-৭৫ শতাংশ হলো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (শিল্পের কাঁচামাল, মুলধনী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি তেল প্রভৃতি)। মধ্যমেয়াদে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে ২০১৯-২০ অর্থবছর নাগাদ তা জিডিপির ০.৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকবে। ফলে সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকবে যা মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক অবস্থায় রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনীতির ভিত আরো দৃঢ় করার জন্য বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমসহ নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আশা করা যায়। সারণি ১.৩-এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলো:

সারণি ১.৩ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত									
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.০	৬.১	৬.৬	৭.১	৭.২	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৬.৮	৭.৪	৬.৪	৫.৯	৫.৮	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৫.৪
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭	৩১.০	৩০.৩	৩১.৯	৩২.৮	৩৪.৫
বেসরকারি	২১.৮	২২.০	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.০	২৩.২	২৩.৯	২৫.৪
সরকারি	৬.৬	৬.৬	৬.৮	৬.৭	৭.৬	৭.৩	৮.৭	৮.৯	৯.০
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)									
মোট রাজস্ব আয়	১০.৭	১০.৫	৯.৬	১০.০	১২.৪	১১.২	১৩.০	১৩.৫	১৪.১
কর রাজস্ব	৯.০	৮.৬	৮.৫	৮.৮	১০.৭	৯.৮	১১.৫	১২.২	১২.৮
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৬	৮.৩	৮.২	৮.৪	১০.৪	৯.৫	১১.২	১১.৭	১২.১
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৭	১.৮	১.১	১.২	১.৭	১.৪	১.৫	১.৩	১.৩
সরকারি ব্যয়	১৪.৬	১৪.০	১৩.৫	১৩.৫	১৭.৪	১৬.২	১৮.০	১৮.৪	১৯.১
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.১	৪.১	৪.০	৪.৪	৫.৭	৫.৭	৬.৯	৭.০	৭.১
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	**-৩.৯**	**-৩.৬**	**-৩.৮**	**-৩.৬**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**
অর্থায়ন	৩.৯	৩.৬	৩.৮	৩.৬	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	২.৮	৩.৪	২.৯	৩.১	৩.৬	২.৭	৩.৪	৩.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	১.১	০.৭	০.৫	০.৭	১.৭	১.৫	২.৪	১.৫	১.৬
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন, বছর শেষে)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.০	১১.৬	১০.০	১৪.২	১৫.০	১৬.৪	১৬.৫	১৭.২	১৭.৪
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১০.৯	১২.৩	১৩.২	১৬.৮	১৫.০	১৬.৫	১৬.৫	১৬.৮	১৭.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৪	১৫.৪	১৫.৫	১৫.৬	১৫.৮	১৬.১
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	১০.৮	১২.১	৩.১	৮.৯	১০.০	৭.০	১১.০	১২.০	১২.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	০.৮	৮.৯	৩.০	৫.৫	১১.০	১০.৬	১২.০	১২.০	১২.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	১১.৬	-১.৬	৮.৫	-২.৫	১০.০	-৫.০	৫.০	১১.০	১১.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	১.৬	০.৮	১.৫	১.৭	-০.২	-১.৫	-২.১	-২.১	-২.০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৫.৩	২১.৫	২৫.৮	৩০.৪	৩২.০	৩২.০	৩৩.২	৩৩.৮	৩৫.১
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪.৬	৫.৯	৭.০	৭.৯	৬.৯	৬.৫	৬.০	৫.৫	৫.১
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১১৯৮৯	১৩৪৩৭	১৫১৫৮	১৭৩২৯	১৯৬১০	১৯৫৬১	২২১৭৩	২৫১৫৪	২৮৫৮৯

উৎস: অর্থ বিভাগ।